প্রথম আলো

তারিখ ... 8 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শ্যামপুরের শিক্ষার্থীদের গায়ে গায়ে জ্বর

আসাদুজ্জামান ●

শিল্প দূষণ

ভিডিওটি দেখার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

মাথাব্যথা, গায়ে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, জন্ডিস, চর্মরোগ—এই অসুখগুলো নিয়ে আছে রাজধানীর শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধিকাংশ শিক্ষার্থী। কারণ, তাদের মাথার ওপর শ্যামপুর-কদমতলী শিল্পাঞ্চলের কারখানার ধোঁয়া, পায়ের নিচে এসব কারখানারই দূষিত তরল বর্জ্য। এই অস্বাভাবিক পরিবেশই তাদের এসব রোগবালাইয়ের অন্যতম কারণ।

শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সাবিয়া আক্তার এক মাস আগে সে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়। এখন কিছুটা সুস্থ। কিন্তু মাথাব্যথা কমছে না। কেবল ছোট্ট সাবিয়া আক্তার নয়, প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ শিক্ষার্থী জন্ডিসসহ নানা রোগে ভুগছে। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সীমান্ত আহমেদ বলে, 'আমার একবার জন্ডিস হয়। এখন মাঝেমধ্যে জ্বর আসে। মাথাব্যথা করে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।'

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শাহেদ আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'কলকারখানার কারণে পুরো এলাকার পরিবেশ দূষিত। এর শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কারণ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাদের স্কুলে থাকতে হয়।' শ্যামপুরের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৩০০ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে।

সরেজমিনে দেখা যায়, শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের আশপাশজুড়ে রয়েছে ৫০টি ডাইং ও ২০টি রি-রোলিং কারখানা। স্কুলের সামনের রাস্তায় ডাইং কারখানার লাল পানি। ডুবে আছে স্কুলটির খেলার মাঠও। শিক্ষার্থীরা জানায়, কয়েক দিন আগে বৃষ্টিতে ডাইং কারখানার তরল বর্জ্য আর পানি স্কুলের সামনের রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত উঠে যায়।

দশম শ্রেণির ছাত্র শাহরিয়ার নাফিস থাকে স্কুলের খুব কাছেই। সে বলল, 'এক বছর আগে আমার জন্ডিস হয়েছে। আমার সহপাঠীদের অনেকেই জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছে। এখনো হচ্ছে। আমার কাশির সঙ্গে কালো কফ বের হয়। অনেক সময় রক্ত আসে। অষ্টম শ্রেণির মোহাম্মদ শিপন বলল, 'ডাইংয়ের পানি হাতে লেগে সেখানে ঘা হয়েছে। সেই ঘা সারছে না।'

কী ধরনের রোগী আসে, জানতে চাইলে শ্যামপুরের আইডিয়াল ফার্মেসির মালিক আবুল হাশেম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'চর্মরোগ বেশি। ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানা, আমাশয়ের রোগী সব সময় থাকে। ছোট বাচ্চাদের অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। জন্ডিসের প্রচুর রোগীও থাকে।'

১৬ বছর ধরে শ্যামপুর বালুর মাঠ এলাকায় বসবাস করেন জেসমিন বেগম। তাঁর মেয়েও পড়ে শ্যামপুরের স্কুল অ্যান্ড কলেজে। গত রোববার তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ওয়াসার পানি খাওয়া যায় না। পানিতে দুর্গন্ধ। লাল-নীল পানি আসে। দুবার জন্ডিস হয়েছে। মেয়েরও হয়েছে। শ্বাসকষ্ট থাকে সব সময়। জ্বর কমে না।'

এলাকার এই পরিস্থিতি জানালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মামনু আল মাহতাব বলেন, 'শিক্ষার্থীসহ এলাকার লোকজনের ব্যাপক হারে জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, ওয়াসার লাইনে সুয়ারেজের বর্জ্য ঢুকে পানি দূষিত হতে পারে। আবার ডাইং কারখানার তরল বর্জ্য খাওয়ার পানিতে মিশেও হেপাটাইটিস ছড়াতে পারে। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে পানি ফুটিয়ে খেতে হবে। রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে দূষিত হয়ে থাকলে এই পানির ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাতাসে ধোঁয়ার পরিমাণ বেশি থাকায় এখানকার লোকজনের ফুসফুসে প্রদাহ হচ্ছে। এ ধরনের রোগীদের মুখ থেকে কালো কফ বেরোয়। প্রায় সময় গায়ে জ্বর থাকে।

এখানকার খাওয়ার পানির এই ঝুঁকির বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়াসার মোডস জোন-৭-এর নির্বাহী প্রকৌশলী আবিদ হাসান বলেন, 'এই এলাকার মানুষজন ব্যাপক হারে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, তা কেউ আমাদের জানায়নি। খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সাংসদ ও শ্যামপুর-কদমতলী শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি সৈয়দ আবু হোসেন বলেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণে ঈদের পরে তিনি কলকারখানার মালিকদের নিয়ে বসবেন।

পরিস্থিতির বর্ণনা শুনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'শিল্পদূষণ থেকে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বাঁচাতে হবে। ঈদের পর আমি স্কুলটিতে যাব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

শ্যামপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী এরা। সাবিয়া আক্তার (বাঁয়ে) দুবার জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছে। সর্বডানে সীমান্ত আহমেদ, তারও একবার জন্ডিস হয়েছে। অন্যদের মাথাব্যথা ও গায়ে গায়ে জ্বর থাকে প্রায়ই ● প্রথম আলো